কুষ্টিয়ায় পরিত্যক্ত টয়লেট থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার একটি পরিত্যক্ত টয়লেটের মধ্যে থেকে সানজিদা খাতুন (৬) নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর কাচারি মাঠের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করায় হয়।

এলাকাবাসী জানান, সানজিদা রোববার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে না আসায় বিকেলে হরিনারায়ণপুর বাজারে মাইকিং করেন বাবা সোহাগ হোসেন। এরপরও তার হদিস না পাওয়ায় খোঁজ চলতে থাকে। সন্ধ্যার পর এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা কাচারি মাঠের পাশে একটি পরিত্যক্ত টয়লেটে একটি শিশুর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে। পরে সানজিদার পরিবারের লোকজন এসে তার মরদেহ চিহ্নিত করে। সানজিদার মরদেহটি শোয়ানো অবস্থায় মেঝেতে ছিল। তার হাত-পা মোড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং মাথায় ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানা পুলিশ।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আতিকুর রহমান আতিক বলেন, ‘পরিত্যক্ত একটি টয়লেট থেকে সানজিদা নামের এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে মরদেহ। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর মূল কারণ জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে বিষয়টি হত্যা বলে মনে হচ্ছে।’

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে কিশোরকে রাতভর

নির্যাতন

কুষ্টিয়ায় আওয়ামী লীগের এক নেতার বাড়িতে এক কিশোরকে রাতভর নির্যাতনের অীভযোগ পাওয়া গেছে। কুমারখালী উপজেলায় আওয়ামী লীগের নেতার ছেলের বিরুদ্ধে বুধবার রাতে কিশোরকে পেটানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ওই কিশোরকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায় তার পরিবার। এখন আওয়ামী লীগ নেতার ভয়ে পরিবারটি পুলিশকে ঘটনা জানানোরও সাহস পাচ্ছে না।

মারধরের শিকার কিশোরের নাম কামরুজ্জামান (১৬)। সে ঝিনাইদহের শৈলকূপা উপজেলার বুরুলিয়া গ্রামের সমসের আলীর ছেলে। কামরুজ্জামান কাতলাগাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

কামরুজ্জামানকে কুমারখালীর পান্টি ইউনিয়নের ৮ নম্বর রাজাপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আনছার আলী মিস্ত্রির বাড়িতে আটকে রেখে নির্যাতন করা হয়। তাকে আনছারের ছেলে শুকুর আলী, একই ওয়ার্ডের বাবলু মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা ও মৃত মসলেম মোল্লার ছেলে তাইজাল মোল্লা ধরে নিয়ে যান।

শনিবার আনছার আলী বলেন, তিনি বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজ পড়তে উঠে জানতে পারেন, শুকুর একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে ঘরে আটকে রেখেছে। কথা বললে ছেলেটি জানায়, তাকে খুব মারধর করা হয়েছে। ব্যস্ততা থাকায় তিনি বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। পরে কী হয়েছে, জানা নেই। এমন ঘটনা আগেই পুলিশকে জানানো উচিত ছিল। এ জন্য তিনি ক্ষমা চান।

ভুক্তভোগী কামরুজ্জামান জানায়, গত বুধবার সে রাজাপুর গ্রামে বোনের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামটির মসজিদের সামনে পৌঁছালে শুকুর, রানা ও তাইজাল মোটরসাইকেলে করে তাকে ধরে নিয়ে যান। বাড়িতে আটকে রেখে রাতে তাকে রড ও গাছের ডাল দিয়ে পেটানো হয়। ফজরের আজানের সময় তার পরিবারকে ফোন দেওয়া হয়। ফোন পেয়ে তার চাচা মো. বাদশা ও মো. সোহেল সেখানে যান।

সেখানে কামরুজ্জামানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে ৫০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। না দিলে হয় তাকে মেরে ফেলা হবে, না হয় মাদকসহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। দুপুরে ১০ হাজার টাকা দিয়ে কামরুজ্জামানকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা।
শুকুর আলীকে তার মুঠোফোন নম্বরে কল করা হলেও পাওয়া যায় নি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাত বলেন, এ ঘটনায় এখনই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনো অপরাধ করে কেউ পার পাবে না। ভুক্তভোগীকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

পুলিশের কড়াকড়ির মধ্যেও বাদেমাজুর তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসা

মাদক বিরোধী পুলিশের কড়াকড়ি নজরদারির ভেতরেও আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের তোফাজ্জেল মাদক ব্যবসা করছে বলে অভিযোগে উঠেছে। মাদক মামলায় ৬ মাসের সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়ে সে আবারও মাদক ব্যবসায় যুক্ত হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

তোফাজ্জেল আলমডাঙ্গার বাদেমাজু গ্রামের মৃত জলিল খাঁর ছেলে। গত বছর মাদক কেনা-বেঁচায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ৬ মাসের হাজতবাসের রায় দেন। ঈদ-ঊল আজহার পরের সপ্তাহে তোফাজ্জেল জেল থেকে বেরিয়ে আবারও মাদকের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তোফাজ্জেল মূলত গাঁজা কেনা-বেচা করে থাকে। পাশাপাশি ইঞ্জেকশন ও ইয়াবার কিছু কাস্টমারও রয়েছে তার। বাড়ির পাশের মাঠ এলাকায় তার ব্যবসার বাজার। মোবাইলে যোগাযোগ করে কাস্টমারের সাথে তার ব্যবসা।

সূত্র জানায়, তোফাজ্জেলের মাদক ব্যবসায় সরাসরি জড়িত তার স্ত্রী আমেনা খাতুন। তোফাজ্জেলের অনুপস্থিতিতে আমেনা খাতুনই ব্যবসা দেখশোনা করে থাকে। গাঁজার চালান সাধারণত আনা-নেওয়া করে আমেনা খাতুনই। মহিলা হিসেবে রাস্তাঘাটে এ কাজে সে অনেকটা নিরাপদ। তাই আমেনা খাতুনই মাদক আনা-নেওয়া করে বলে স্থানীয় বেশ কয়েকটা সূত্র দাবি করেছে।

আলমডাঙ্গার খাসকররায় নারী নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ

আলমডাঙ্গার খাসকররা বাজারে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বিকেলে স্কুল মাঠে বিট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন।

খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নুর সভাপতিত্বে বিট পুলিশিং সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান মাসুদ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, দেশে অনাকাংখিতভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়ে গেছে। সবাইকে সম্মিলিতভাবে দুর্বৃত্তদের এই জঘন্য প্রচেষ্টাকে রুখে দিতে হবে। উপস্থিত সবাইকে উদ্যেশ্যে করে তিনি বলেন, যেখানেই আপনারা দুর্বৃত্তদের এই অপচেষ্টা দেখবেন সেটাকে গোপন না করে আইনের আশ্রয় নিবেন পুলিশ আপনাদের সাথে থাকবে।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন পাশ হয়েছে। এখন আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানুষ নামের পিশাচদের প্রতিহত করতে হবে। কারণ যারা নারী নির্যাতন করে তারা মানুষ নয়, তারা কুলাঙ্গার।

বিট পুলিশিং সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন খাসকররা ম্যাধমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম সিদ্দিক, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল গনি, তিয়রবিলা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি সঞ্জিত কুমার, খাসকররা বাজার কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান, যুবলীগ নেতা নুর মোহাম্মদ, ইউপি সদস্য ফরিদুল ইসলাম, সাহাবুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

জীবননগরে বালি উত্তলনের অপরাধে অর্থদণ্ডসহ একজনকে কারাদণ্ড

জীবননগরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে বালি উত্তলনের অপরাধে অর্থদণ্ডসহ একজনকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের পুকামারী গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় খাসপাড়ার মৃত আবুল হাসেম মন্ডলের ছেলে গোলাম মোস্তফা
(৪৫) বালি উত্তলন করার অপরাধে ,বালু মহল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০এর ৪(খ)ধারার অপরাধে নগদ ৫০হাজার টাকা জরিমানাসহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড করেন ভ্রাম্যমাণ আদালন।

জানা গেছে, গোলাম মোস্তফা দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষের ফসলি জমি ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য এবং মোটা অংকের অর্থ আয় করার জন্য বালু উত্তলন করে আসছে। যার ফলে এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত করতে চরম বিপাকে পড়তে হয়। এ সমস্থ বিষয়গুলো স্থানীয় ব্যক্তিরা একাধীকবার বলা সত্বেও গোলাম মোস্তফা কারও কোন কথা না শুনে নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে থাকে এবং অন্যের জমি নষ্ঠ করে বালি উত্তলন করতে থাকে ।

এ দিকে বালি উত্তলন বন্ধ না করায় এলাকার সাধারণ মানুষ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দিলে শনিবার জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন ঘটনা স্থানে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা সহ এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পাশাপাশি বালি উত্তলনের সমস্থ কার্যক্রম বন্ধ করে রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে

জীবননগরে ধর্ষণবিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের আয়োজনে জীবননগর উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন এবং জীবননগর পৌর সভার ৩টিসহ উপজেলায় ১১টি কেন্দ্রে বিট পুলিশিং এলাকায় ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি (তদন্ত) ফেরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মোল্লা সেলিম, পৌর কাউন্সিলার আতিয়ার রহমান, আপিল উদ্দিন, মহিলা কাউন্সিলার বিউট খাতুন সহ নারী জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং সকল শ্রেণী পেশার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন ।

ঝিনাইদহে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত

‘নিরাপদ দেশ গড়ি, নারী নির্যাতন বন্ধ করি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্ক মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করেন সদর থানা পুলিশ। এতে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাঈদ, সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান, সিও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সামসুল আলম, জোহান ড্রীম ভ্যালী পার্কের সত্ত্বাধিকারী মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ। সমাবেশে মসজিদের ইমাম, শিক্ষকসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

এসময় বক্তারা, নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বন্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে কাজ করার আহ্বান জানান। জেলা পুলিশের আয়োজনে একই সময়ে জেলার ৬ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী বিট পুলিশিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘বেস্ট প্র্যাকটিস’ থানায় থানায়

নারী নির্যাতনসহ সব ধরনের অপরাধ রোধে পুলিশ নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। এ কৌশলের নাম দেয়া হয়েছে ‘বেস্ট প্র্যাকটিস’। এর আওতায় জিডি, মামলা, গ্রেফতার বা রিমান্ডের আসামি, ডিবির কার্যক্রম, তদন্ত নিষ্পত্তি, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ সার্বিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি পুলিশ সদর দফতর থেকে সারা দেশে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটকে এসব নির্দেশনা দেয়া হয়। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, এক বছর ধরে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জ বেস্ট প্র্যাকটিস কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। নীতিটি অবলম্বন করে ইতোমধ্যে ঢাকা রেঞ্জ ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। এ কারণে এটি পুলিশ সদর দফতর গ্রহণ করেছে। পরে ঢাকা রেঞ্জের বেস্ট প্র্যাকটিস কার্যক্রম পর্যালোচনা করে তা অনুসরণ করার জন্য সম্প্রতি পুলিশের অন্য ইউনিটকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

নতুন কৌশলের আওতায় প্রতিদিন সকাল ৯টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও মামলার বিষয় সংশ্লিষ্ট থানাকে সার্কেল অফিসে পাঠাতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টার মধ্যে সার্কেল অফিসার তার অধীন থানাগুলোর মামলা-জিডি পর্যালোচনা করে নির্দেশনা দেবেন। নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বেলা ১১টার মধ্যে মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দফতর বা রেঞ্জ অফিসে মামলা-জিডির তথ্য পাঠাতে হবে। রেঞ্জ অফিস বা মেট্রোপলিটন সদর দফতর থেকে অভিযোগকারীকে ফোন করে জানতে চাওয়া হবে- তিনি কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন কিনা, মামলা-জিডি করতে কোনো অর্থ দিতে হয়েছে কিনা, থানায় তাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা

করতে হয়েছে কিনা। একটি নির্দিষ্ট সময় পর অভিযোগকারীকে ফোন করে জানতে চাওয়া হবে- তিনি যে প্রতিকার বা আইনগত সহায়তা পাওয়ার জন্য মামলা-জিডি করেছিলেন তা পেয়েছেন কিনা। তদন্ত কর্মকর্তার গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বাদীর কাছ থেকে তথ্য নেয়া হবে। তদন্তের কোনো পর্যায়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে অর্থ দিতে হয়েছে কিনা তাও জানতে চাওয়া হবে।

বেস্ট প্র্যাকটিস অনুযায়ী, তদারক কর্মকর্তারা (সার্কেল অফিসার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার) সারেজমিন মামলার তদন্ত করছেন কিনা তা বাদীর কাছে জানতে চাওয়া হবে। মাস শেষে মামলার বাদীর কাছ থেকে তদারকির বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য উপকমিশনার (ডিসি) বা এসপির কাছে পাঠানো হবে। পুলিশ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বাদীকে কোনো ধরনের হয়রানি করা হয় কিনা সে বিষয়ে বাদীকে মেট্রোপলিটন সদর দফতর বা রেঞ্জ অফিসের নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হবে। প্রথম ফোনকলের সময় বাদীকে মেট্রোপলিটন-রেঞ্জ অফিসের নম্বরটি সংরক্ষণ করে রাখতে বলা হবে। যেসব জিডির ক্ষেত্রে পুলিশের করণীয় বা আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় থাকে সেসব ক্ষেত্রে পুলিশের কোনো গাফিলতি বা অবহেলা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে উপকমিশনার বা পুলিশ সুপারের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নতুন নির্দেশনায় বলা হয়, প্রতিদিন সার্কেল অফিস থেকে ছক অনুযায়ী গ্রেফতার বা রিমান্ডে থাকা আসামিদের বিষয়ে তথ্য নেবে মেট্রোপলিটন-রেঞ্জ অফিস। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আসামিদের নিকটাত্মীয়ের নাম ও ফোন নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। পরবর্তীতে মেট্রোপলিটন-রেঞ্জ অফিস থেকে আসামিদের নিকটাত্মীয়দের ফোন করা হবে। জানতে চাওয়া হবে- গ্রেফতারের পর বা রিমান্ডে থাকাকালে আসামি কোনো ধরনের নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হয়েছেন কিনা, ভয়-ভীতি দেখিয়ে আসামির আত্মীয়ের কাছ থেকে কোনো ধরনের অর্থ বা অন্য ধরনের সুবিধা নেয়া হয়েছে কিনা।

বেস্ট প্র্যাকটিসের নির্দেশনা অনুযায়ী, ডিবি পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দফতর ও রেঞ্জ অফিস পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করবে। ডিবি কার্যক্রমের তথ্যে অভিযানের সূত্রসহ গ্রেফতার বা রিমান্ডে থাকা আসামিদের নাম ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। ডিবি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় যেসব গ্রেফতার ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে সেসব তথ্য সংগ্রহ করবে রেঞ্জ অফিস। মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্দেশনায় বলা হয়- দুর্বল চার্জশিটের নাম করে আসামিদের কাছ থেকে কোনো ধরনের সুবিধা নেয়ার প্রমাণ পাওয়া

গেলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিদিন বেলা ১১টার মধ্যে সার্কেল অফিসের গত ২৪ ঘণ্টার কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত ছকে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং টেলি-পুলিশিংসহ সার্কেল অফিসারের কার্যক্রম উল্লেখ থাকতে হবে। মাদক দ্রব্য আইনে মামলা হলে রেঞ্জ অফিসের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে মাস শেষে তথ্য নেবে মেট্রোপলিটন-রেঞ্জ অফিস। মুলতবি মামলার তালিকা পর্যালোচনাকালে কোনো মামলা মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য মুলতবি থাকলে সেজন্য সার্কেল অফিসার ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশনায় বলা হয়- সফটওয়্যারের মাধ্যমে পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স মনিটরিং করতে হবে। আবেদন ফরম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সফটওয়্যারে অ্যান্ট্রি দিতে হবে। আবেদনকারী কোনো ধরনের হয়রানির শিকার হলে রেঞ্জ বা মেট্রোপিলটন সদর দফতরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে না পারলে তদন্ত কর্মকর্তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশনা অনুযায়ী, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নিরাপত্তায় মেট্রোপলিটন কমিশনার ও রেঞ্জ ডিআইজি অফিস থেকে দেয়া ছক অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সব সার্কেল তার এলাকার সব মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের এজেন্টের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন। থানার ওসিরাও একই ধরনের রেজিস্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। প্রতি থানা এলাকায় কমপক্ষে একবার সব এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠক করবেন ওসি। ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য মেট্রোপলিটন সদর দফতর বা রেঞ্জ ডিআইজি অফিস থেকে নিরাপত্তা ছক প্রত্যেক ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ছক অনুযায়ী নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। ব্যাংকের ম্যানেজারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। ব্যাংকের নৈশপ্রহরী ও নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল নম্বর ও ঠিকানা সংরক্ষণ করে যোগাযোগ রাখতে হবে। ব্যাংক ম্যানেজারদের সঙ্গে মাসে অন্তত একবার নিরাপত্তা সভার আয়োজন করতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত ডিআইজি আসাদুজ্জামান যুগান্তরকে বলেন, রেঞ্জের ডিআইজি হাবিবুর রহমান যে বেস্ট প্র্যাকটিস পন্থা উদ্ভাবন করেছেন সেটি পুলিশি সেবা হয়রানিমুক্ত করতে অত্যন্ত কার্যকর। এক সময় মামলা-জিডিতে অনেক

অভিযোগ ছিল। এখন এ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রায় শূন্যের কোটায়। মানুষ অনেক সহজে ভালো সেবা গ্রহণ করতে পারছে। পুলিশ সদস্যদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা গেছে।

পুলিশ সদর দফতরের এআইজি (মিডিয়া) সোহেল রানা যুগান্তরকে বলেন, জনগণের পুলিশ হওয়ার জন্য আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদের নেতৃত্বে পুলিশের সব ইউনিট হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এ কাজের জন্য ইতোমধ্যে বেশকিছু উদ্ভাবনী ধারণা বা বেস্ট প্র্যাকটিস আমাকে কাজে যুক্ত করা হয়েছে। এসব ধারণা পর্যালোচনা করে সবচেয়ে ভালোটিকে বেস্ট প্র্যাকটিস হিসেবে চিহ্নিত করে তা অনুসরণ করতে বিভিন্ন ইউনিটকে নির্দেশনা দিয়েছে পুলিশ সদর দফতর। তিনি আরও বলেন, আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদ পুলিশকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আমঝুপিতে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরীতে সারা দেশে নারী ধর্ষণ, ইভটিজিং ও বাল্য বিবাহ আধিক মাত্রায় বৃদ্ধির প্রতিবাদে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর থানা এসআই রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ার রহমান, কৃষক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহাবুব হক, ইউপি সদস্য কামরুন্নাহার ও আমিন উদ্দিন।

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে মিডিয়া মোবিলাইজেশন

ঝিনাইদহে নারী ও শিশুর প্রতি জেন্ডার ভিত্তিক নির্যাতন প্রতিরোধে পুরুষ এবং কিশোরদের অংশ গ্রহণে মিডিয়া ব্যক্তিদের সাথে মোবিলাইজেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ রুরাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ব্রেড)’র আয়োজনে গতকাল শনিবার সকালে শহরের ফ্যামেলি জোন মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ রুরাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ব্রেড)’র নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ব্রাকের জেলা সমন্বয়ক রোকেয়া বেগম, ব্র্যাক জেন্ডার জাস্টিস অ্যাড ডাইভারসিটি’র বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সেলিম মোল্লা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, ইত্তেফাক’র ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি বিমল সাহা তাদের মতামত প্রদাণ করেন।

এসময় শিশুর যৌন হয়রানী, বাল্যবিবাহ, শিশু সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভিডিও ক্লিপ ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, আমরা বেশি বেশি সচেতনতামূলক আলোচনাসভা ও প্রচারের মাধ্যমে পুরুষ ও কিশোরদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে দেশ থেকে বাল্যবিবাহসহ নির্যাতন হ্রাস পাবে।